দৈনিক
ইত্তেফাক

04 MAR 2017

ছাগলনাইয়ায় মাদ্রাসা অধ্যক্ষকে পুলিশে দিলেন ইউএনও

■ ছাগলনাইয়া (ফেনী) সংবাদদাতা

দাখিল পরীক্ষায় ফরম ফিলাপে অতিরিক্ত ফি আদায়, মোবাইল ফোন নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ, নকল প্রবণতা, দায়িত্বে অবহেলা এবং পরিচালনা কমিটির সম্মানী ভাতা-ভাগবাটোয়ারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হোসাইন আহমদ ভুঁইয়াকে পুলিশে দেন ইউএনও। পরে উপজেলা চেয়ারম্যান মেজবাউল হায়দার চৌধুরী সোহেলের মধ্যস্থতায় তিনি থানা থেকে ছাড়া পান।

অধ্যক্ষ মাওলানা হোসাইন আহমদ ভুঁইয়া জানান, দাখিল পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইউএনও এবং সদস্য সচিব মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করায় তার জন্য ৬ হাজার টাকা সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। তিনি ওই টাকা ও মাদ্রাসার রেজুলেশন খাতা নিয়ে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ইউএনওর কক্ষে যান। তখন তিনি এবং ইউএনও ছাড়া অফিসে কেউ ছিলেন না। এ সময় রেজুলেশন এবং ভাউচারে স্বাক্ষর করে ইউএনওকে তার সম্মানী ভাতা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান অধ্যক্ষ। তার এবং অধ্যক্ষের সম্মানী ভাতা সমান কেন, তা জানতে চান ইউএনও।

এসময় বিষয়টি নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে ইউএনও পুলিশ ডেকে অধ্যক্ষকে তাদের হাতে তুলে দেন। খবর পেয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান এসে বিষয়টি মীমাংসা করেন। এএসআই মিজান জানান, অধ্যক্ষকে ইউএনও অফিস থেকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ এবং পরে আবার তাকে ইউএনও অফিসে নিয়ে যায়।